আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৫

যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ

পণ বিরোধী আইন ১৯৬১

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ

(পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৫

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

JOUTAK AUITIYA NAY AVHISAP : This book is based on legal awareness for the neoliterates on Dowry Prohibition Act 1961. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

মূল পুথি : দহেজ পরম্পরা নহী অভিশাপ

পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (৫০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2518367, FAX : 0361 - 2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71 Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language heve been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ

রাজমোহন তার মেয়ে গীতার বিয়ে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল। অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু যৌতুকের জন্য অনেক পরিবারের কোন ছেলের সাথে সম্বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

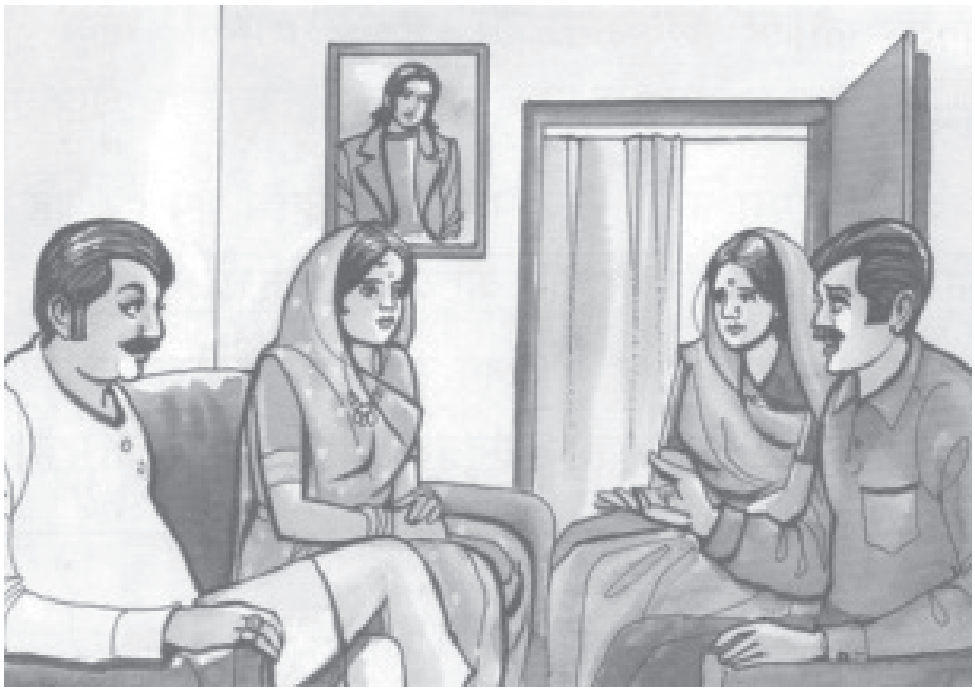

গীতা তার বাবাকে বলত — আমি আরো পড়াশুনা করে চাকরী করতে চাই। যে পয়সা আমার বিয়ের জন্য

খরচ হবে সেই পয়সা আমার পড়ার জন্য খরচ করো, এতে অনেক লাভ হবে। রাজমোহন বলল - বিয়েতে পণ দেওয়া পরম্পরা মা। এটাকে আমি কি করে অস্বীকার করব? অবশেষে গীতার বিয়ে ঠিক হল। রাজমোহন অনেক কষ্ট করে মেয়ের বিয়েতে ছেলের পক্ষের চাহিদামত সবকিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করল। বিয়েতে বর পক্ষের দাবি অনুসারে জিনিষপত্র এবং নগদ টাকা দিয়ে গীতাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো হল।

এদিকে গীতা বিয়ের পর তার শ্বশুর বাড়ী পৌঁছল। কিন্তু তার সুখ বেশী দিন রইল না। বাপের বাড়ী থেকে আরও যৌতুক আনার জন্য ওর উপর অত্যাচার শুরু হল। একই সাথে চলল মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিয়ের এক বছরের মধ্যে গীতা আত্মহত্যা করল।

রাজমোহন কী ঐতিহ্যরক্ষা করেছিল ?

না, পণ ঐতিহ্য নয়, এক সামাজিক অভিশাপ, যা সমাজের মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

এইরকম ভুল ঐতিহ্য দূর করার জন্য পণের বিরুদ্ধে সরকার এক আইন তৈরী করেছে। যা পণ বিরোধী এক্ট ১৯৬১ এর অন্তর্গত।

সুধীর আর মালতীর বিয়ের দিন ঠিক হল। সুধীরের বাবা বিয়ের আগেই ফ্রিজ, ৫ ভরি সোনা আর নগদ টাকা চেয়েছিল। বিয়ে ঠিক হয়েছিল। এই জন্য মালতীর বাবা সবকিছু মেনে নিল। মালতীর বিয়ে হয়ে গেল। বাবা বিয়ের সব জিনিষের সঙ্গে মেয়েকে বিদায় দিল। আইনের চোখে সুধীরের বাবা অপরাধী। তার সাথে মালতীর বাবাও সমান অপরাধী। আইন অনুযায়ী দুজনেই সাজাপাওয়ার যোগ্য।

পণ কী ?

- বিয়ের সময় বর পক্ষের দ্বারা কনে পক্ষের কাছে নগদ টাকা অথবা সোনার গয়না চাওয়া হয়ে থাকে।
- বিয়ের আগে, বিয়ের সময় অথবা বিয়ের পরেও যৌতুক দাবি করা হয়।
- দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার যোগ্য জিনিষ যেমন টিভি, ফ্রিজ, কুলার, ফার্নিচার, গাড়ী, মোটর সাইকেল, ফ্ল্যাট,

বাড়ী, জমি ইত্যাদি অনেক মূল্যবান জিনিষের দাবি করা হয়।

- উপরে উল্লেখ করা সবই যৌতুক হিসাবে গণ্য হবে।

যৌতুক নেওয়া এবং দেওয়ার সাজা

- পাঁচ বছরের জেল।
- ১৫,০০০ টাকা জরিমানা।
- যদি যৌতুকের পরিমাণ পনের হাজার টাকার বেশী হয় তবে তার সমমূল্যের জরিমানা।

যৌতুক চাওয়াও অপরাধ

মানিকের ছেলে মনোজের সাথে পারুলের বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের একমাস আগেই মনোজের বাবা লম্বা চওড়া দাবি রাখল। দাবি পূরণ না হলে বিয়ে হবে না, একথাও বলল।

পারুলের বাবা চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিছু লোকের পরামর্শ অনুযায়ী সে মানিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে।

পুলিশ মানিককে যৌতুক চাওয়ার অপরাধে গ্রেফতার করল।

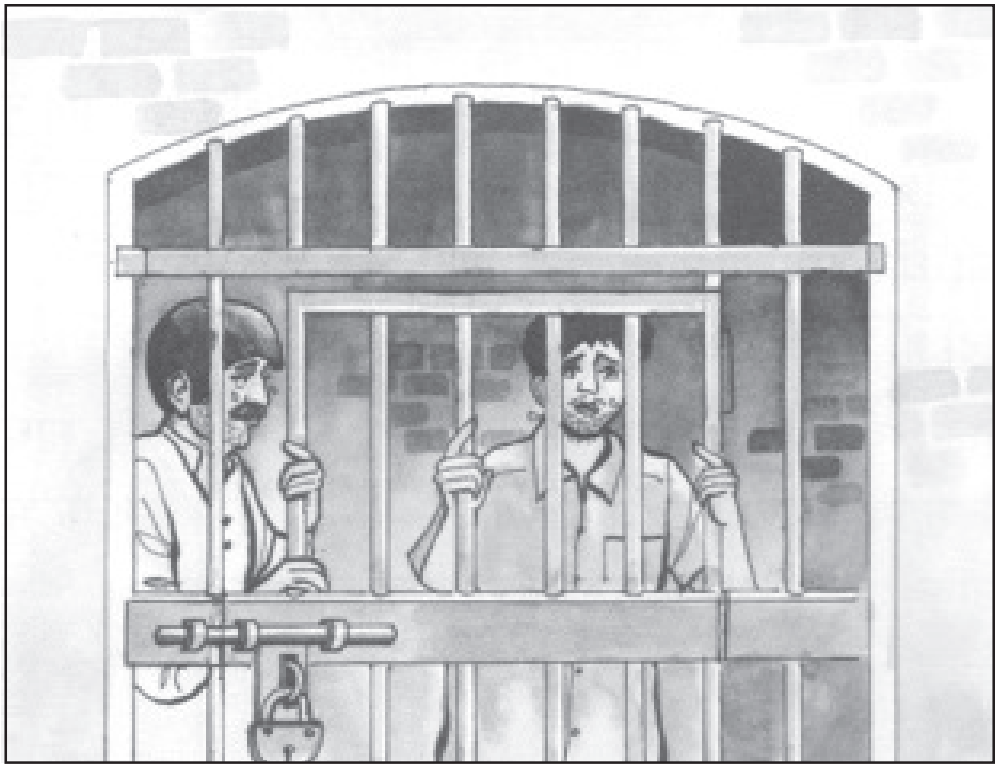

যৌতুক চাওয়ার অপরাধে সাজা

- কমপক্ষে ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত জেল।
- দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

যৌতুক নেওয়া এবংদেওয়ার জন্য সাহায্য করাও অপরাধ

পরিমলের কাছে ছেলে এবং মেয়ে উভয় পক্ষের লোক প্রায় সবসময় আসে। ছেলে পক্ষ পরিমলের খুব প্রশংসা করত। সে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে অনেক যৌতুক এনে দিতে পারত।

পরিমল মালতীর বিয়ে সুরেশর সঙ্গে ঠিক করল। সুরেশের বাবা মূল্যবান সামগ্রী, সোনার গয়নার সাথে এক লক্ষ টাকাও দাবি করল। পুরস্কার স্বরূপ পরিমল পেল পাঁচ হাজার টাকা।

দেখাশুনার পর বিয়ে পাকা করার জন্য একজন ঘটক থাকে। যে উভয় পক্ষের কথা আদান প্রদান করে থাকে। আইনের দিক থেকে সেও অপরাধী। তাকেও সাজা পেতে হবে যেমনটা পণ দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মানুষ বিয়ের সম্বন্ধের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। মেয়ের রোজগার, রঙ-রূপ এর সাথে সাথে যৌতুকের বিষয়েও কথা হয়ে থাকে। কখনও কখনও পাত্রীপক্ষও বিয়েতে পণ দেওয়া হবে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

আইনের চোখে এই ধরণের বিজ্ঞাপন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। প্রমাণিত হলে উক্ত ব্যক্তির সাজা হতে পারে।

আইনের ক্ষেত্রে এর জন্য সাজা

- কমপক্ষে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল।
- ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

বিয়েতে দেওয়া সব উপহারই কি যৌতুক?

না, বিয়ের সময় কন্যা অথবা বরকে উপহার দেওয়া যেতে পারে। আইনের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দেওয়া আছে।

কিন্তু এর জন্য যা করা দরকার ঃ

- উপহার সামগ্রীর একটা তালিকা তৈরী করতে হবে।
- এই তালিকা বিয়ের সময় অথবা বিবাহ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানাতে হবে।
- উপহার সামগ্রীর সঠিক মূল্যের কথা উল্লেখ করতে হবে।
- উপহার দাতার নাম লিখতে হবে।
- কনে অথবা বরের সঙ্গে উপহার দাতার সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে।
- তালিকা তৈরী হলে এতে বর এবং কনের স্বাক্ষর নিতে হবে।
- উপহার দাতা তার আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে মিল রেখে উপহার দেবে।
- এমন উপহার দাবি করা যাবে না, যা কোনো ব্যক্তি বা আত্মীয় দেবার পরিস্থিতিতে নেই। এরজন্য তার উপর কোন প্রকার চাপ দেওয়া যাবে না।

রমা এবং মহেশের বিয়ে ঠিক হয়েছে। রমার বাবা এবং আত্মীয়স্বজনরা বিয়ের দিনে কিছু উপহার দিল। রমার বাবা সকল উপহার সামগ্রী, টাকা পয়সা, গহনা এবং অন্যান্য সব কিছুর তালিকা তৈরী করেছে। তালিকায় রমা এবং মহেশ দুজনেই হস্তাক্ষর করেছে। রমার বাবা এবং মহেশের বাবাও তালিকায় হস্তাক্ষর করেছে। হাসিখুশিতে রমা শ্বশুর বাড়ি চলে গেল।

স্ত্রী ধন

- বিয়ের আগে, বিয়ের সময়, বিয়ের পরে কন্যাকে উপহার স্বরূপ যা দেওয়া হয় অর্থাৎ যে কোন সম্পত্তি কন্যাসম্পত্তি হিসাবে গণ্য।
- স্ত্রী ধন কন্যার নিজের ধন।
- এই স্ত্রী ধনের উপর অন্যকারও অধিকার থাকবে না।
- স্ত্রী নিজের ধন যাকে খুশি দিতে পারে।

বিয়ের সময় দানসামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী গুলির তালিকা তৈরী আইনত বাধ্যতামূলক।

তালিকা তৈরীর উদ্দেশ্য

এইরকম তালিকা তৈরীর উদ্দেশ্য হল, স্ত্রীকে কখনোই যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে না হয়। কারণ এই তালিকা একটি প্রমাণ।

আইন অনুসারে

- বিয়ের আগে যদি পণ নেওয়া হয়ে থাকে তবে তিন মাসের মধ্যে এই পণ পাত্রীকে ফেরত দিতে হবে।
- স্ত্রীর সম্পত্তির উপর অন্য কারও অধিকার থাকবে না।
- স্ত্রী নিজের ধন যাকে খুশি দিতে পারে।
- পণ সামগ্রী স্ত্রীর কাছে না রেখে অন্য কারও কাছে থাকলে, ঐ সামগ্রী উক্ত ব্যক্তির নিজ সম্পত্তির সামিল হবে। তাই উক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে পণ সামগ্রী বা নগদ টাকা পয়সা যত্ন সহকারে রাখা, যাতে পাত্রীকে চাওয়া মাত্র ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়।
- যদি পণ সামগ্রী বা নগদ টাকা পয়সা ফেরত পাওয়ার আগেই, কোন কারণে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে তবে ঐ স্ত্রীর উত্তরাধিকারী উক্ত ব্যক্তির কাছে পণ সামগ্রী বা নগদ টাকা পয়সা ফেরত চাইতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর

উত্তরাধিকারী হবে - তার ছেলে / মেয়ে, অথবা মা / বাবা।

- যদি ঐ ব্যক্তি কোন কারণে পণ সামগ্রী বা নগদ টাকা পয়সা ফেরত দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে সম্পত্তি হানির মামলা করতে পারে।

স্ত্রীধন (পণ) ফেরত না দেওয়ার সাজা

- ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।
- পাঁচ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং জেল, দুটিই হতে পারে।

যৌতুক অপরাধের শিকার

মালতীর বিয়ের এক বছর অতিক্রম হয়েছে। সে শ্বশুর বাড়ীর সকলের সাথে হাসি খুশি থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হল না।

পণ না নেওয়ার ফলে শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তার উপর অত্যাচার শুরু করে দিল।

মার কাছ থেকে টাকা আনার জন্য তাকে ধমক দিতে লাগল। মালতী সঙ্গে সঙ্গে থানায় গেল। সে সব কিছুর পরিষ্কার রিপোর্ট লিখিত আকারে দিল। মামলা শুরু হল। কোর্ট অপরাধীদেরকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিল।

অভিযোগ কে করতে পারে ?

- পণ দিয়েছে এমন মহিলা, অথবা তার মাতা-পিতা বা অন্য আত্মীয় স্বজনেরা।
- সরকার দ্বারা অনুমোদিত কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।
- পণের জন্য রিপোর্ট অথবা মামলা চালানোর জন্য কোন সময় সীমা দরকার হয় না। যখন দরকার তা করা যেতে পারে।
- একবার পণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, পরে উভয় পক্ষের মীমাংসা হলেও অভিযোগ ফেরত নেওয়া যাবে না।

বিয়ের পর পণের জন্য চাপ সৃষ্টি

- **শারীরিক নির্যাতন :**
  - স্ত্রীকে প্রাণ নাশের ভয় দেখানো।
  - তার শরীরের কোন অংশের ক্ষতি সাধন বা আঘাত করা।

- **মানসিক নির্যাতন :**
  - স্ত্রীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা।
  - নিয়মিত খাবার ও পানীয় না দেওয়া।
  - পরিবারের সাথে তাকে মিলতে না দেওয়া।
  - তাকে খারাপ কিছু বলা।

পণ এক হত্যা

ফুলকুমারী বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। শ্বশুর বাড়ীর লোকজন প্রায় সময় তাকে বাপের বাড়ী থেকে টাকা আনতে বলত। টাকা না আনতে পারায় তাকে অনেক বকুনি শুনতে হত।

ফুলকুমারীকে তার পরিবারের সাথে মিশতে দেওয়া হত না। তাকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হত, সময় মত খাবার দেওয়া হত না। এই সব কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ফুলকুমারী এক দিন আত্মহত্যা করেছিল।

এই ধরণের মৃত্যু হলে মৃতদেহ পোষ্টমর্টম করানো ছাড়া দাহ করা যাবে না। পোষ্টমর্টম ছাড়া দাহ করা হলে তা দণ্ডণীয় অপরাধ। এর জন্য অপরাধীকে তিন বছরের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

এইরকম পণ হত্যা বলে গণ্য হবে

- মৃত্যুর আগে যা চাওয়া হয়েছিল, তাকে ঐ পণের জন্য সবসময়ই হুমকি দেওয়া হত।
- বিবাহের সাত বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে।
- যদি এটা একটা অসাধারণ মৃত্যু হয়ে থাকে।

পণ সংক্রান্ত হত্যায় অপরাধীর সাজা

- কম পক্ষে সাত বছরের জেল।
- অথবা যাবৎজীবন কারাদণ্ড।

পণ সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ কি করে

- পুলিশ নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটকে দ্রুত খবর দেবে।
- মৃত্যুর কারণ তদন্ত করবে। পুলিশ অফিসার নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে।
- দ্রুত মৃত ব্যক্তির পোষ্টমর্টমের ব্যবস্থা করে প্রকৃত তথ্য জানাবে।
- ঘটনাস্থলে কমপক্ষে দুই জন স্থানীয় ব্যক্তির সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এক রিপোর্ট তৈরী করবে। রিপোর্টে পুলিশ অফিসার নিজে এবং উপস্থিত জনতাদের মধ্যে কয়েকজন স্বাক্ষর করবে।

আমরা এই অভিশাপ বন্ধ করতে পারি

আমাদের এই সমাজ এক পুরুষ প্রধান সমাজ। এই সমাজের অনেক অভিশাপের মধ্যে যৌতুক এক অন্যতম অভিশাপ। বংশানুক্রমে এই ঘৃণ্য অপরাধ পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে

বিভেদ সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, যৌতুকের চেয়েও আরো ঘৃণ্য হল ভ্রূণ হত্যা।

- আমরা এই সামাজিক অভিশাপকে দূর করতে পারি। এই অভিশাপকে দূর করার জন্য আইন আমাদেরকে সহায়তা করবে।
- যদি এমন মনে হয় যে কোন মহিলা কোন ব্যক্তির কারণে আত্মহত্যা করেছে, তাহলে থানাতে গিয়ে পুলিশের কাছে এফ.আই.আর করাবেন।
- যদি পুলিশ আপনার কথা শুনতে বা এফ.আই.আর. নিতে অস্বীকার করে, তবে পুলিশের উচ্চ আধিকারিককে জানাবেন।
- পণের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন।

আইনের অপপ্রয়োগ

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল পণ প্রথা বন্ধ করা যাতে দম্পতিদের জীবন সুখী হয়।

কিন্তু যদি এই আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়, যদি পণ সংক্রান্ত কোন সাক্ষ্য লোপাট করা হয়, তাহলে প্রকৃত অপরাধী সাজা পায় না। কিন্তু যদি সঠিক ভাবে তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীর অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে প্রকৃত অপরাধীর জরিমানা এবং কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in